



প্রকা/আরএমডি-৩০/অংশ-৭/২০১৬-২০১৭/৫৮৮(১২০০)

তারিখঃ ০৭-১১-২০১৬

- ১। সকল বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক
- ২। মহাব্যবস্থাপক, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা
- ৩। উপ-মহাব্যবস্থাপক, কর্পোরেট শাখাসমূহ
- ৪। সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক
- ৫। সকল শাখা ব্যবস্থাপক (মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে)
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

বিষয়ঃ মানিলভারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিষয়সমূহ পরিপালনে অনুসরণীয় নির্দেশাবলী বাস্তবায়ন এবং শাখা/কার্যালয়ের মান (রেটিং) উন্নীতকরণ প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউট ইউনিট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত বিভিন্ন পত্র/পরিপত্র এবং গাইডলাইনস ও অত্র ব্যাংকের কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিটে(CCU) কর্তৃক AML/CFT সম্পর্কিত প্রদত্ত বিভিন্ন নির্দেশনা বাস্তবায়ন করতঃ এএমএল/সিএফটি বিষয়ে শাখার রেটিং/মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর যথাযথ পরিপালন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য সকল শাখা/কার্যালয়কে নির্দেশ প্রদান করা হলো। উক্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে পরিপালন/বাস্তবায়ন করা হয়েছে কিনা শাখাসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শনকালে তা নিশ্চিত করার জন্য বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক, মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকগণকে অনুরোধ করা হলো।

০২. ০৭-০৩-২০১৬ তারিখে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের দ্বাফরে প্রেরিত ৭১১(১২৫০) নং পত্রটি সকল শাখায় আছে কিনা এবং শাখার সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী এ সম্পর্কে অবগত এবং তাঁর নির্দেশনা পরিপালন করছেন কিনা।

০৩। উল্লেখ্য, যদি কোন শাখা/কার্যালয় নিম্নোক্ত নির্দেশনা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করে তাহলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সিস্টেম চেক এবং নিরীক্ষা কার্যালয় কর্তৃক Independent Testing Procedures এর সময় শাখার মান (রেটিং)সম্মানজনক পর্যায়ে উন্নীত হবে। স্থানীয় মুখ্য কার্যালয় ও কর্পোরেট শাখাসমূহকে নিম্নোক্ত নির্দেশনা পরিপালন/ বাস্তবায়ন প্রতিবেদন সরাসরি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

পরিদর্শনের ক্ষেত্র	কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট(CCU) এর নির্দেশনা
১. শাখা পরিপালন ইউনিট	<p>ক) সাধারণত শাখার দ্বিতীয় কর্মকর্তা শাখা মানিলভারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (BAMLCO) এর দায়িত্ব পালন করবেন। তবে প্রধান কার্যালয়ের ২১-০১-২০১৫ তারিখের পত্র নং প্রকা/শানিবাউবি-১(১১৯)/২০১৪-২০১৫/১২৯০(১২৫০) এর মাধ্যমে জারীকৃত বাংলাদেশ ব্যাংকের মাস্টার সার্কুলার-১০ এর বিদ্যমান নির্দেশনা মোতাবেক শাখা ব্যবস্থাপক, শাখার দ্বিতীয় কর্মকর্তা অথবা জেনারেল ব্যাংকিং এ অভিজ্ঞ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে শাখা মানিলভারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা হিসেবে মনোনীত করতে হবে। শাখা মানিলভারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তার মানিলভারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা, বিএফআইইউ এর সকল নির্দেশনা এবং ব্যাংকের নিজস্ব নীতিমালার বিষয়ে সম্যক ধারণা থাকতে হবে। অফিস আদেশ এর মাধ্যমে শাখা মানিলভারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (BAMLCO) হিসাবে দ্বিতীয় কর্মকর্তা বা তার পরিবর্তে অন্য কোন যোগ্য কর্মকর্তাকে মনোনীত করতে হবে। উভয় ক্ষেত্রেই অফিস আদেশের মাধ্যমে BAMLCO এর কর্মপরিধি এবং দায় দায়িত্ব সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতঃ উহা নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে।</p> <p>খ) সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মানিলভারিং প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণের তথ্য নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে।</p> <p>গ) দ্বিতীয় কর্মকর্তাকে PEP's এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি কারা তাদের হিসাব খোলার নিয়মাবলী জানতে হবে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের মাস্টার সার্কুলার নং-১০ এর নির্দেশনা নিম্নরূপঃ</p> <p>PEP's এর হিসাব খোলার নিয়মাবলী :</p> <p>১) ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপনের পূর্বে ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>২) হিসেবের লেনদেনকৃত অর্থের বা সম্পদের উৎস জানতে হবে। ৩) লেনদেন নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে।</p> <p>৪) Guidelines for Foreign Exchange Transactions এর অনিবাসী হিসাব খোলা সংক্রান্ত বিধি-বিধান পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে।</p> <p>৫) শাখাকে তাদের গ্রাহক বা হিসাবের প্রকৃত সুবিধাজোগী প্রভাবশালী কোন ব্যক্তি কিনা তা নির্ধারণ করতে হবে। এ ধরণের গ্রাহকের সাথে ব্যাংকিং সম্পর্ক ঝুঁকিপূর্ণ প্রতীয়মান হলে মাস্টার সার্কুলার নং-১০ এর ৩.৭ ও ৩.৮ এর নির্দেশনা পরিপালন করতে হবে।</p> <p>(ঘ) BAMLCO সহ সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে নিম্নোক্ত Term গুলোর বিষয়ে ধারণা থাকা প্রয়োজন :-</p> <p>(১) CAMLCO-Chief Anti-Money Laundering Compliance Officer।</p> <p>(২) BFIU-Bangladesh Financial Intelligence Unit (বাংলাদেশ ব্যাংকের BFIU কর্তৃক মানিলভারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদিত হচ্ছে)।</p> <p>(৩) CCU-Central Compliance Unit (বিকেবি, প্রধান কার্যালয়ের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ, কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগ-১, ক্রেডিট বিভাগ-১, আন্তর্জাতিক বিভাগ (বানিজ্য), ফরেন রেজিস্ট্রেশন মানেজমেন্ট বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এর সদস্যদের সমন্বয়ে এ ইউনিট গঠিত। CAMLCO ইউনিট প্রধান।</p> <p>(৪) CTR(Cash Transaction Report), STR(Suspicious Transaction Report), KYC(Know Your Customer), TP(Transaction Profile), Self Assessment/Independent Testing Procedures, PEP's (Politically Exposed Persons), AML(Anti-Money Laundering) /CFT(Combating the Financing of Terrorism / FATF (Financial Actions Task Force) , EDD(Enhance Due Diligence), APG(Asia Pacific Group on Money Laundering), NCCT (Non-cooperating Countries and Territories) United Nation Security Council Resolutions (UNSCRs)।</p>

২. মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জ্ঞান	<p>ক) কতজন কর্মকর্তা এএমএল বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন, কতজন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেননি এ সম্পর্কিত তথ্য নথিতে সংরক্ষণ করুন। যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী এখনও এএমএল বিষয়ক প্রশিক্ষণ পাননি তাদেরকে শাখার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তার মাধ্যমে অথবা ব্যবস্থাপক মাস্টার সার্কুলার ও এএমএল ম্যানুয়েল অনুযায়ী নিজে প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।</p> <p>খ) প্রধান কার্যালয়ের ২১-০১-২০১৫ তারিখের পত্র নং পকা/শানিবিডিবি-১(১১৯)/২০১৪-২০১৫/১২৯০(১২৫০) এর মাধ্যমে জারীকৃত বাংলাদেশ ব্যাংকের মাস্টার সার্কুলার-১০ বিকেবি, ওয়েব-সাইট এর ১৫৮(এ) ও (বি) নং ক্রমিক হতে ডাউনলোড করে সংগ্রহ করতঃ শাখার সংশ্লিষ্ট সকলেই AML/CFT সম্পর্কে অবহিত হ'উন/জ্ঞান অর্জন করুন এবং নথিতে সংরক্ষণ করুন। উল্লেখ্য ইতিপূর্বে উক্ত মাস্টার সার্কুলার-১০ পুস্তক আকারে সকল শাখা/কার্যালয়ে সরবরাহ করা হয়েছে।</p>
৩. গ্রাহক পরিচিতি - KYC	<p>ক) হিসাব খোলার সময় গ্রাহকের পূর্ণাঙ্গ KYC গ্রহণ করতে হবে অর্থাৎ অভিন্ন আবেদন ফরম, ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী, টিপি, কেওয়াইসি প্রোফাইল ফরমের প্রযোজ্য সকল তথ্য লিপিবদ্ধ করতে হবে। BAMLCO কে নিজ দায়িত্বে খোলা হিসাবসমূহের ফরমগুলো পরীক্ষা করে কোন ডকুমেন্ট/তথ্যের ঘাটতি থাকলে নিয়মিত করে নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে।</p> <p>খ) Merit বিবেচনায় হিসাবের ঠিকানায় ব্যালেন সার্টিফিকেট প্রেরণ করুন এবং তার প্রাপ্তি স্বীকার আলাদা নথিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিন।</p> <p>গ) ঠিকানা যাচাইয়ের প্রমাণ হিসেবে হিসাবের গ্রাহকের ঠিকানায় Thanks letter ইস্যু করে নথিতে সংরক্ষণের জন্য পরামর্শ দেয়া হলো।</p> <p>ঘ) ব্যক্তি হিসাবের ক্ষেত্রে নমিনি মনোনয়নের বিষয়টি বাধ্যতামূলক।</p> <p>ঙ) কেওয়াইসি প্রোফাইল ফরমে ঝুঁকি বিশ্লেষণপূর্বক গ্রাহক বিভাজন করতে হবে। মনিটরিং এর সুবিধার্থে উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন হিসাবসমূহের তথ্য রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ঐ সকল হিসাবের লেনদেন নিয়মিত মনিটরিং করুন।</p> <p>চ) গ্রাহকের ঠিকানা, ব্যবসা প্রকৃতি, ব্যবসার স্থান ইত্যাদি পরিবর্তন ক্ষেত্রে কেওয়াইসি হালনাগাদকরণ প্রয়োজন রয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে গ্রাহকের ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী ফরমটি পুনরায় যাচিত তথ্যের ভিত্তিতে হালনাগাদ করে নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে। এ রকম হিসাবের ফরম পূরণ করে আলাদা নথিতে সংরক্ষণ করুন।</p>
৪. এপ্রিল, ২০০২ এর পূর্বে খোলা হিসাবসমূহের KYC Procedures সম্পন্নকরণ।	<p>ক) ৩০-০৪-২০০২ তারিখের পূর্বে খোলা হিসাবসমূহের KYC Procedures সম্পন্ন করণের তথ্য আলাদা নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে। উল্লেখ্য ৩১ মার্চ, ২০১০ তারিখের মধ্যে ৩০-০৪-২০০২ তারিখের পূর্বে খোলা যে সকল হিসাবের কেওয়াইসি সম্পন্ন করা যায়নি সে সকল হিসাবের বিষয়ে এএমএল সার্কুলার ২৩/২০১০ এবং সর্বশেষ মাস্টার সার্কুলার-১০ এর ৩.৪(৯) অনুচ্ছেদ এর নির্দেশনা মোতাবেক নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।</p> <p>(১) ঐ সকল হিসাবগুলো সুস্থ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। (২) সুস্থ হিসাব হতে কোন অর্থ উত্তোলন করা যাবে না তবে জমা করতে পারবেন। (৩) গ্রাহকের আবেদনের ক্ষেত্রে KYC Procedures সম্পন্ন করে ব্যবস্থাপকের অনুমোদনক্রমে টাকা উত্তোলন করা যাবে।</p> <p>(৪) ৩০-০৪-২০০২ পূর্বে খোলা হিসাবসমূহের KYC Procedures সম্পন্ন করণের অগ্রগতি প্রতিবেদনের (হালনাগাদ তথ্য) CCU তে প্রেরণের জন্য তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।</p>
৫. ভাসমান গ্রাহক (Walk on/One off customer)	<p>গ) মাস্টার সার্কুলার-১০ এর ৩.৪(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ভাসমান গ্রাহকের কেওয়াইসি গ্রহণ করতে হবে। হিসাবধারী গ্রাহক ব্যক্তি অন্য কারো অনুরোধে অর্থ প্রেরণের জন্য কোন ডিডি/টিটি/এমটি ইত্যাদি ইস্যুর ক্ষেত্রে আবেদন পত্র/রিফুইজিশন ফরমে (Simple KYC হিসেবে বিবেচিত) অনুরোধকারীর নাম, পিতার নাম, ঠিকানা, কোন নম্বর ইত্যাদি তথ্য গ্রহণ ও সংরক্ষণ করতে হবে।</p>
৬. লেনদেনের অনুমিত মাত্রা (TP)	<p>ক) কম্পিউটারাইজড নয় এরূপ শাখায় প্রতিটি হিসাবের সংশ্লিষ্ট লেজার ফলিওর উপরিভাগে গ্রাহকের লেনদেনের অনুমিত মাত্রা লাল কালি দিয়ে লিখে রাখতে হবে যাতে জমা/উত্তোলন পোষ্টিং এর সময় টিপি অতিক্রান্ত হচ্ছে কিনা তাৎক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়। কম্পিউটারাইজড শাখায় যখনই কোন হিসাব খোলা হবে উহার তথ্য কম্পিউটারে পোষ্টিং দেয়ার সময় টিপি এর অংক পোষ্টিং নিশ্চিত করতে পরামর্শ দেয়া হলো। পর্যায়ক্রমে লেনদেন বিদ্যমান রয়েছে এরূপ প্রতিটি হিসাবের সংশ্লিষ্ট ফলিওতে টিপি এর তথ্য লাল কালি দিয়ে লিখন /পোষ্টিং সম্পন্ন করতে হবে।</p> <p>খ) হিসাব খোলার পর গ্রাহকের আয়ের উৎস বৃদ্ধি, ব্যবসা সম্প্রসারণ, আর্থিক সম্ভলতা বৃদ্ধি ইত্যাদির ক্ষেত্রে লেনদেন বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক। এরূপ ক্ষেত্রে যাচিত তথ্যের ভিত্তিতে টিপি আপডেড করে সংরক্ষণ করতে হবে। এ ধরনের হিসাবের টিপি আপডেড করে নথিতে সংরক্ষণ করুন।</p> <p>গ) Inward রেমিটেন্সের জন্য রেজিষ্টার সংরক্ষণ এবং সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের পরিচিতি বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে। অনিবাসী বাংলাদেশী/প্রবাসীদের তথ্য রেজিষ্টারে সংরক্ষণ করুন।</p>
৭. নগদ লেনদেন রিপোর্ট(CTR) দাখিলকরণ	<p>ক) কোন হিসাবে এক দিনে এক বা একাধিক নগদ জমার যোগফল ১০ লক্ষ ও তদুর্ধ্ব অথবা এক দিনে এক বা একাধিক নগদ উত্তোলনের যোগফল ১০ লক্ষ ও তদুর্ধ্ব হলে জমা ও উত্তোলন উভয়ের জন্য CTR প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>খ) কোন গ্রাহক ১০ লক্ষ বা তদুর্ধ্ব টাকার ডিডি/টিটি/এমটি নগদ ক্রয় করলে ঐ শাখায় যদি তিনি কোন হিসাব পরিচালনা করে থাকেন সে ক্ষেত্রে উহার জন্য CTR করতে হবে। তবে যদি গ্রাহকের(আবেদনকারীর) কোন হিসাব শাখায় না থাকে অর্থাৎ যদি তিনি ভাসমান (walk on/One off Customer) গ্রাহক হন সে ক্ষেত্রে CTR করার প্রয়োজন নেই। তবে গ্রাহকের কেওয়াইসি(Simple KYC) গ্রহণ করে সংরক্ষণ করতে হবে।</p> <p>গ) মাসে লেনদেনকৃত সকল হিসাব পর্যালোচনা করে CTR যোগ্য কোন লেনদেন হয়েছে কিনা নিশ্চিত হয়ে মাসিক ভিত্তিতে CTR প্রতিবেদন পরবর্তী মাসের ৫(পাঁচ) তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে CCU তে প্রেরণ করবে। মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ অঞ্চলের সকল শাখার প্রতিবেদন একটি অগ্র পত্রের মাধ্যমে ৭ (সাত) তারিখের মধ্যে CCU তে প্রেরণ নিশ্চিত করবে।</p> <p>ঘ) CTR যোগ্য লেনদেন না হলেও একটি 'তথ্য' প্রতিবেদন পাঠাতে হবে এবং উহার তথ্য নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে। CTR যোগ্য লেনদেন (আমানত/ঋণ হিসাব) যেন CTR প্রতিবেদন এর বাইরে না থাকে।</p>

পরিদর্শনের ক্ষেত্র	কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট(CCU) এর নির্দেশনা
৮. সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট (STR)	<p>মাস্টার সার্কুলার-১০এর ৭ অনুচ্ছেদ অনুসরণ করুন, এছাড়া সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট (STR) চিহ্নিত করার পদ্ধতি অনুসরণ বিষয়ে নিম্নোক্ত কয়েকটি নির্দেশনা পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে :-</p> <p>ক) গ্রাহক কর্তৃক ঘোষিত TP অনুযায়ী লেজার ফলিওর উপরিভাগে লাল কালি দিয়ে TP এর তথ্য লিখতে হবে।</p> <p>খ) লেনদেন পোষ্টিং এর সময় লেনদেনগুলো গ্রাহকের ঘোষিত TP এর সাথে সংগতিপূর্ণ কিনা তা মিলিয়ে দেখতে হবে।</p> <p>গ) লেনদেনের পরিমাণ TP অভিক্রম করলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের সাথে যোগাযোগ করে অর্ধের উৎসের বিষয় অনুসন্ধানের পর বাস্তবতা ও যৌক্তিকতার ভিত্তিতে TP সংশোধন (আপডেড) করে নথিতে রাখতে হবে।</p> <p>ঘ) TP এর সাথে অসংগতিপূর্ণ লেনদেন বিষয়ে অনুসন্ধানের পর সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না পাওয়া গেলে এবং লেনদেনকৃত টাকা গ্রাহকের আইনসিদ্ধ আয় থেকে অর্জিত বলে প্রতীয়মান না হলে মাস্টার সার্কুলার-১০এর পরিশিষ্ট-‘গ’ মোতাবেক অবিলম্বে STR করে CCU তে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>ঙ) STR সংক্রান্ত প্রতিবেদন শাখা হতে সরাসরি প্রধান কার্যালয়ের কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট (CCU) এ প্রেরণ করতে হয়। সংযুক্তি হিসেবে হিসাব খোলা সংক্রান্ত যাবতীয় ডকুমেন্টসমূহ, KYC profile form, TP, ন্যূনতম বিগত এক বছরের হিসাব বিবরণী, Supporting Voucher এর সত্যায়িত কপি প্রেরণ করার নির্দেশনা রয়েছে।</p> <p>চ) অস্বাভাবিক/সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট হওয়ার বিষয়ে কোন পর্যায়েই গ্রাহকের বা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট তথ্য ফাঁস করা যাবেনা।</p>
৯. Structuring সনাক্তকরণ।	<p>ক) রিপোর্ট এড়ানোর উদ্দেশ্যে গ্রাহক কর্তৃক CTR সীমার নীচে (১০.০০ লক্ষ টাকা) বারবার ইচ্ছাপূর্বক লেনদেন করলে তা Structuring হিসাবে বিবেচিত হবে। Structuring এক ধরনের মানিলাভারিং অপরাধ। অনুরূপ কোন ঘটনা পরিলক্ষিত হলে অবিলম্বে STR করতে হবে।</p> <p>খ) সপ্তাহের শেষে অথবা ১৫ দিন অন্তর ৫০,০০০/- ও তদূর্ধ্ব লেনদেনগুলো পর্যালোচনা করে দেখতে হবে কোন হিসাবে Structuring এর চেষ্টা হচ্ছে কিনা। Structuring চিহ্নিত করার লক্ষ্যে এ ধরনের মনিটরিং ব্যবস্থা শাখায় অবিলম্বে চালু করার পরামর্শ দেয়া হলো।</p>
১০. UNSCR's যাচাইকরণ	<p>জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের UNSCRs এর আওতাভুক্ত কোন সন্দেহজনক/সন্ত্রাস নামের তালিকা যাচাইয়ের জন্য ইন্টানেট ব্যবহার করে এবং যে সকল শাখায় ইন্টানেট সংযোগ নেই সে সকল শাখায় প্রধান কার্যালয় কর্তৃক সরবরাহকৃত মডেমের মাধ্যমে ওয়েব লিংক http://www.bangladeshbank.org.bd/mediaroom/circulars/circulars.php হতে ডাউনলোড করে আলোচ্য তালিকা যাচাই করতে হবে মর্মে মাস্টার সার্কুলার নং-১০ এর ২.৩ অনুচ্ছেদেও বলা হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ০৩-১০-২০১৫ তারিখে স্টাফ কলেজ, ঢাকায় অন-লাইনভুক্ত শাখাসমূহের একজন করে কর্মকর্তাকে তাৎক্ষনিকভাবে উক্ত তালিকা যাচাই করার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অতএব উক্ত তালিকা যাচাইয়ের ব্যর্থতায় এতদ্বিষয়ে কোন জটিলতার উদ্ভব হলে তার দায় সংশ্লিষ্টদের উপর বর্তাবে।</p>
১১.	<p>বিভিন্ন সময়ে গণমাধ্যমে প্রকাশিত (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে) সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসে অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি বা সন্ত্রাস কোন হিসাব পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা যাচাই করতে হবে এবং এ ধরনের কোন হিসাব পরিলক্ষিত হলে অবিলম্বে তা স্থগিত করে বিএফআইইউকে অবহিত করার লক্ষ্যে অত্র ব্যাংকের কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিটে (সিসিইউ)/খুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগে তথ্য প্রেরণ করতে হবে।</p>
১২. ক্রেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং	<p>ব্যাংকিং ব্যবস্থা যাতে মানিলাভারিং এর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে না পারে সে জন্য Correspondent Banking সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সতর্কতা (EDD) অবলম্বন করতে হবে। এক্ষেত্রে মাস্টার সার্কুলার-১০এর ৩.১০ অনুচ্ছেদ এর নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে।</p>
১৩. CCU এর বরাবরে বিবরণ দাখিল	<p>শাখা কর্তৃক এএমএল বিষয়ক নিম্নোক্ত বিবরণসমূহ সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে CCU এর বরাবরে প্রেরণ করার নির্দেশনা রয়েছে</p> <p>ক) নগদ লেনদেন রিপোর্ট (CTR) মাসিক ভিত্তিতে। CTR যোগ্য লেনদেন না থাকলেও প্রতি মাসে তথ্য প্রতিবেদন প্রেরণ করে কপি নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে।</p> <p>খ) স্ব-নির্ধারনী প্রতিবেদন (Self Assessment) মাসিক ভিত্তিতে প্রস্তুত করে পরবর্তী মাসের ২০ তারিখের মধ্যে এক কপি সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়ে এবং এক কপি মূখ্য আঞ্চলিক/ আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে CCU তে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>গ) ৩০-০৪-২০০২ তারিখের পূর্বে খোলা হিসাবসমূহের KYC Procedure সম্পন্নকরণ সম্পর্কিত প্রতিবেদন।</p> <p>ঘ) অস্বাভাবিক/সন্দেহজনক লেনদেন পরিলক্ষিত হলে অবিলম্বে STR প্রতিবেদন প্রেরণ। অস্বাভাবিক/ সন্দেহজনক লেনদেন না থাকলেও প্রতি মাসে তথ্য প্রতিবেদন প্রেরণ করে কপি নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে।</p>
১৪. রেকর্ড সংরক্ষণ	<p>ক) মানি লভারিং প্রতিরোধ আইনে কোন হিসাব বন্ধ হওয়ার তারিখ হতে উহার তথ্য ও ডকুমেন্টসমূহ ন্যূনতম ৫ বছর সংরক্ষণ করতে হবে।</p> <p>খ) রেকর্ড/তথ্য সংরক্ষণ এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক উহা সরবরাহের নিমিত্তে নিম্নোক্ত ফাইলগুলো আলাদাভাবে সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে :-</p> <p>১) এএমএল ও সন্ত্রাস বিরোধী আইন, বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার, CCU এর নির্দেশনা/গাইডলাইনস ইত্যাদি বিষয়ক ফাইল;</p> <p>২) নগদ লেনদেন রিপোর্ট (CTR) সংক্রান্ত ফাইল;</p> <p>৩) অস্বাভাবিক/সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট (STR) সম্পর্কিত ফাইল;</p> <p>৪) KYC Procedure সম্পন্নকরণ (৩০-০৪-২০০২ তারিখের পূর্বে খোলা হিসাবসমূহের) সম্পর্কিত;</p> <p>৫) TP ও KYC হালনাগাদকরণ (আপডেড) ফাইল;</p> <p>৬) Self Assessment ও Independent Testing Procedures সংক্রান্ত ফাইল;</p> <p>৭) বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন (System check) সম্পর্কিত ফাইল;</p> <p>৮) বাংলাদেশ ব্যাংক, দুদক, এনবিঅর, কাস্টমস ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান থেকে চাহিত ব্যাংক হিসাবের তথ্য সংক্রান্ত ফাইল।</p>
১৫. নিরীক্ষা আপত্তি/ বাংলাদেশ ব্যাংক পরিদর্শন (System Check)	<p>ক) অভ্যন্তরীণ, বাংলাদেশ ব্যাংক পরিদর্শন প্রতিবেদনে এএমএল/সিএফটি বিষয়ক কোন অনিয়ম/দুর্বলতা উল্লেখ থাকলে উহা নিয়মিত/ সংশোধন করতে হবে।</p> <p>খ) নিরীক্ষা প্রতিবেদনের উল্লেখিত সুপারিশ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন/পরিপালনপূর্বক জবাব প্রেরণ করতে হবে। হবে, হচ্ছে, অব্যাহত আছে এ ধরনের দায়সাড় জবাব প্রেরণ হতে বিরত থাকতে হবে।</p>

১৫. স্ব-নির্ধারণী (Self Assessment)	<p>ব্যাংমাসিক ভিত্তিতে (জুন ও ডিসেম্বর) নিজেদের শাখার মূল্যায়ন করে স্ব-নির্ধারণী (Self Assessment) প্রতিবেদন তৈরী করে ব্যাংমাসিক শেষের পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে এক কপি সংশ্লিষ্ট মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে CCU তে এবং এক কপি আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তার বরাবরে প্রেরণ করতে হবে। Self Assessment প্রতিবেদন প্রস্তুত করার সময় শাখার সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের সমন্বয়ে সভা করুন এবং সভায় প্রস্তুতকৃত মূল্যায়ন প্রতিবেদন এর উপর আলোচনা করে দুর্বলতা, ত্রুটি, সমস্যা চিহ্নিত করে উহা নিয়মিত করার উপায়/সুপারিশ নির্ধারণ করুন। সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করে নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে। বিগত Self Assessment প্রতিবেদনমূহ একটি পৃথক নথিতে সংরক্ষণ করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে। এ সম্পর্কিত কুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগের ০৭-০৬-২০১৬ তারিখের ১২৮৩(১২৫০) নং পত্রে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।</p>
-------------------------------------	---

০৪। শাখার এএমএল বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়ন বিষয়ে সিসিইউ থেকে জারীকৃত কিছু পত্র/পরিপত্র ব্যাংকের ওয়েব সাইটে আপলোড করা আছে। শাখায় সংরক্ষিত না থাকলে ডাউনলোড করে শাখার সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে AML/CFT বিষয়ক সকল পত্র/পরিপত্র সম্পর্কে অবগত হতে হবে এবং তা নথিতে সংরক্ষণ করার জন্য পরামর্শ দেয়া হলো। ব্যাংকের ওয়েব এ আপলোডকৃত জরুরী কিছু পত্র/পরিপত্র :

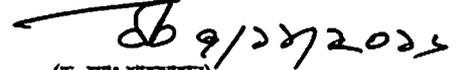
ওয়েব সাইটের ক্রমিক নং	পত্র নং	তারিখ	বিষয়
১৫৮ (A & B)	১২৯০(১২৫০)	২১-০১-২০১৫	মানিলাভারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে তফসিলী ব্যাংক কর্তৃক অনুসরণীয় বিধানসমূহ সম্পর্কিত মান্টার সার্কুলার।
৫০৮	৫৩২	৩১-০১-২০১৬	goAML software অন্তর্ভুক্তির প্রেক্ষিতে নতুন ফরমে নির্ভুল ও পরিপূর্ণ তথ্য সঞ্চালিত CTR প্রেরণ প্রসঙ্গে।
৫৬৪	৭১১(১২৫০)	০৭-০৩-২০১৬	মানিলাভারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে কার্যক্রম বাস্তবায়নে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের অধীকার।
৬০৮	৯২৫(১২৫০)	২৯-০৩-২০১৬	শাখা কর্তৃক STR সনাক্তকরণ এবং CCU তে উহা প্রেরণ প্রসঙ্গে।
৭৩১	১২৭১	০৫-০৬-২০১৬	Money Laundering and Terrorist Financing Risk Management Guidelines
৭৩৯	১২৮৩(১২৫০)	০৭-০৬-২০১৬	অঞ্চলাধীন শাখাসমূহের ব্যাংমাসিক ভিত্তিতে স্ব-নির্ধারণী (Self Assessment) সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।
৯৩৪	২৫৩(১২৫০)	১৮-০৮-২০১৬	মানিলাভারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা প্রেরণের লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের স্বাক্ষরিত পত্র।

০৫। বিবিধঃ

শাখার এএমএল বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়ন বিষয়ে নিজস্ব মূল্যায়নের সুবিধার্থে বাংলাদেশ ব্যাংকের মানিলাভারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত সিস্টেম চেক পরিদর্শনে উল্লেখিত অনিয়মগুলো (Common irregularities) নিম্নে উল্লেখ করা হলো। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সিস্টেম চেক পরিদর্শনকালে এ সব অনিয়ম/আপত্তি যাতে উদ্ঘাটিত না হয় সে দিকে সতর্ক থাকতে হবে :-

- * বিত্তীয় কর্মকর্তা BAMLCO কিনা তা তিনি জানেন না। মানিলাভারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ আইন, সার্কুলার, গাইডনোটস সম্পর্কে তার তেমন কোন ধারণা নাই।
- * শাখার নিজস্ব মূল্যায়ন (Self Assessment) যথাযথ ও নিয়মিত করা হয়না/ শাখার নিজস্ব মূল্যায়ন ব্যবস্থা কার্যকর নেই।
- * অদ্যাবধি ৩০ এপ্রিল ২০০২ এর পূর্বে খোলা হিসাবসমূহের KYC Procedures সম্পন্ন করা হয়নি। এ সংক্রান্ত নথি শাখা দেখাতে পারে না।
- * CTR যোগ্য অনেক লেনদেন সংঘটিত হলেও CTR রিপোর্ট করা হয়নি।
- * অনেক হিসাবের ক্ষেত্রে রিক গ্রেডিং করা হয়নি ও টিপি সম্পূর্ণ ফাঁকা/অসম্পূর্ণ রেখে হিসাব খোলার অনুমোদন দেয়া হয়েছে।
- * বেশীর ভাগ কর্মকর্তার AML/CFT বিষয়ে সম্যক ধারণার অভাব রয়েছে।
- * গ্রাহকের পেশা ও অর্থের উৎস সংক্রান্ত কোন তথ্য, গ্রাহকের আলোক চিত্র এমনকি গ্রাহকের পরিচিতির সমর্থনে কোন ডকুমেন্ট রাখা হয়নি।
- * ভাসমান গ্রাহকদের সঠিকভাবে কেওয়াইসি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়নি।
- * গ্রাহকের অর্থের উৎস যাচাই না করে এবং অর্থের উৎসের সাথে সামঞ্জস্য না রেখে টিপি নেয়া হয়েছে যা বাস্তব সম্ভব নয়।
- * সঠিক টিপি না নেয়ায় এবং মনিটরিং পর্যাপ্ত না হওয়ায় এসটিআর সনাক্তকরণে দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়েছে।
- * Structuring সনাক্তকরণের কোন পদ্ধতি অধিকাংশ শাখায় চালু করা হয়নি।
- * শাখায় অখ্যাজবিক/সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তকরণের কার্যকর কোন পদ্ধতি রয়েছে মর্মে পরিলক্ষিত হয়নি।
- * শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক AML/CFT বিষয়ক বিধি বিধানের তদারকী পর্যাপ্ত নয়।
- * নির্দিষ্ট সময় পর পর KYC এবং TP পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করার প্রমাণ পাওয়া যায়নি।
- * মানিলাভারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত ফাইল যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়না।

আপনার বিশ্বস্ত,



(ড. মোঃ শাহজাহান)

মহাব্যবস্থাপক, আঞ্চলিক ও হিসাব মহাবিভাগ

এবং

প্রধান মানি লভারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (CAMLCO)

তারিখঃ ০৭-১১-২০১৬

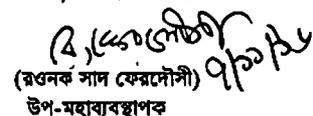
নং-প্রক/আরএমডি-৩০/অংশ-৭/২০১৬-২০১৭/৫৮৮(১২০০)

অনুলিপিঃ-

০১। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

০২। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

০৩। উপ-মহাব্যবস্থাপক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। তাঁকে উপরোক্ত পত্রটি বিকেবি, ওয়েব-সাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো।



(রওনক সাদ ফেরদৌসী)

উপ-মহাব্যবস্থাপক

ও

উপ-প্রধান মানিলাভারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (DCAMLCO)